সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.moca.gov.bd)

নং সবিম/শা:৪/গগ্র-২/৮৪(অংশ-৫)/ ৬২০ তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিষয় : শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনের ভাড়া ও সেমিনার কক্ষের সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধিকরণ।

সূত্র : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের স্মারক ৪৩.০০.০০০০.০০৭.৪৭.৫৬৩.০২.৪২, তারিখ: ০৮ জানুয়ারি ২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনসহ বিভিন্ন সেমিনার কক্ষের ভাড়া নিম্নবৃতভাবে নির্ধারণ করা হলো :

ক্রমিক	নাম	আসন সংখ্যা	বর্তমান ভাড়ার হার	প্রস্তাবিত ভাড়ার হার	অনুমোদিত ভাড়ার হার
১.	শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)	৫২৫	পূর্ণদিবস : ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্ধদিবস : ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা জামানত : ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা	২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা জামানত : ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা	দৈনিক ১৬,০০০/-(ষোল হাজার) টাকা অর্ধ দৈনিক ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা জামানত ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা
২.	সেমিনারকক্ষ(ভবনের নীচতলায়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)	১২৫	পূর্ণদিবস : ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা অর্ধদিবস : ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) জামানত : ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা	৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা জামানত ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা	৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা জামানত ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা
৩.	সেমিনারকক্ষ(ভবনের দ্বিতীয় তলায়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)	৬০	পূর্ণদিবস : ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)টাকা অর্ধদিবস : ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জামানত : ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা	৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জামানত ২,০০০/-(দুই হাজার টাকা	৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জামানত ২,০০০/-(দুই হাজার টাকা
৪.	কনফারেন্স রুম (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)	৫০	ভাড়া নেই	পূর্ণ দিবস: ১,৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকা অর্ধদিবস ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা।	পূর্ণ দিবস: ১,৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকা অর্ধদিবস ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা।

০২। মিলনায়তনের ভাড়া মওকুফের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ পূর্ণ দিবস : ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার পরিবর্তে ১২,৫০০/-(বার হাজার পাঁচশত) টাকা এবং অর্ধ দিবস ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকার পরিবর্তে ৭,৫০০/-(সাত হাজার পাঁচশত) টাকা পে-অর্ডার সার্ভিস চার্জ হিসেবে মহাপরিচালক বরাবরে প্রদান করতে হবে রেয়াতি ভাড়ার বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

০৩। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যথানির্দেশ অনুরোধ করা হলো।

(সরদার মতিয়ার রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭২১৯০

মহাপরিচালক
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
ঢাকা।

অনুলিপি :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
১০, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
শাহবাগ, ঢাকা

বিষয়ঃ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের "সেমিনার কক্ষ" ব্যবহারের নীতিমালা।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সেমিনার রুম বলতে নীচতলা ও দ্বিতীয় তলার সেমিনার কক্ষের কেবলমাত্র ভিতরের নির্ধারিত অংশকেই বুঝাবে। কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট নয় বিধায় এবং গ্রন্থাগারের সামগ্রিক শিক্ষামূলক ও পাঠ পরিবেশ যথাযথ বজায় রাখার স্বার্থে কিছু শর্ত সাপেক্ষে সেমিনার কক্ষ দুটির ব্যবহার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেঃ

ক) শিক্ষা, পুস্তক প্রকাশনা, পুস্তক প্রদর্শনী, গ্রন্থ কিংবা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানাদি ।
খ) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠান ।
গ) আবৃত্তি, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সমালোচনা, চিত্রাংকন প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা, পুস্তকপাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ।
ঘ) ছোট আকারের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, বিশেষ দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

শর্তাদিঃ

১। গ্রন্থাগারের পাঠ পরিবেশ সুন্দর রাখার স্বার্থে শব্দযন্ত্র সীমিত আকারে ব্যবহার করতে হবে।
২। একই প্রতিষ্ঠানকে এক মাসে ৫(পাঁচ) দিনের বেশী ভাড়া দেয়া যাবে না।
৩। ৩ মাস পূর্বের কোন বুকিং গ্রহণ করা যাবে না।
৪। সেমিনার কক্ষের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা ব্যতীত অতিরিক্ত কোন সুবিধা দাবী করা যাবে না।
৫। অত্র অধিদপ্তরের নিজস্ব কিংবা সরকারী কোন অনুষ্ঠান থাকলে সেক্ষেত্রে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সেমিনার কক্ষ বরাদ্দ পাবে না। সরকারী অনুষ্ঠান আয়োজনের শর্তে কোন প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হলেও তা বাতিল করা যাবে। বরাদ্দপত্র প্রদান বা বাতিল করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে। সে ক্ষেত্রে ভাড়াগ্রহীতা কোন আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
৬। কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিতর্ক সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠানাদির জন্য সেমিনার কক্ষ ব্যবহার করা যাবে না।
৭। কোন প্রকার চলচ্চিত্র প্রদর্শন, নাটক বা কোন প্রকার সংগীত বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সেমিনার কক্ষ বরাদ্দ দেয়া যাবে না।
৮। সেমিনার কক্ষটি কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট নয় বিধায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে সেমিনার কক্ষ বরাদ্দ দেয়া যাবে না।
৯। **সেমিনার কক্ষের সার্ভিস চার্জ নিম্নরূপ (ভ্যাট বাদে)ঃ**

		নীচতলা	দ্বিতীয় তলা
ক)	পূর্ণ দিবসের জন্য (সকাল ১০.০০ টা হতে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত)-	২,৫০০/-	১,৫০০/- টাকা
খ)	অর্ধ দিবসের জন্য (সকাল ১০.০০ টা হতে দুপুর ৩.০০ টা অথবা বিকাল ৪.০০ টা হতে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত -	১,৫০০/-	১,০০০/- টাকা

১০। সেমিনার কক্ষ বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য অত্র অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবরে আবেদন করতে হবে এবং নীচতলায় সেমিনার কক্ষের জন্য ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা এবং দ্বিতীয় তলার সেমিনার কক্ষের জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর বরাবর পে-অর্ডার/ডিডি আকারে জামানত হিসেবে আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে। অন্যথায় কোন বুকিং বা আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। অনুষ্ঠানের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না হলে পরবর্তীতে জামানত ফেরত দেয়া হবে। অনুষ্ঠানের পূর্বে ভাড়া গ্রহণের পাকা রশিদ ভাড়া গ্রহীতাকে সংগ্রহ করতে হবে এবং সেমিনার কক্ষ ব্যবহারের সময় পাকা রশিদ প্রদর্শনপূর্বক ভাড়াগ্রহীতাকে সেমিনার কক্ষ ব্যবহারের জন্য খুলে দেয়া হবে।

১১। প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জামানতসহ সেমিনার কক্ষের জন্য আবেদন করার পর তারিখ পরিবর্তন কিংবা অনুষ্ঠান বাতিল করতে হলে সেই ক্ষেত্রে তাদের জামানত হিসাবে জমাকৃত ২৫% অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দ প্রদানের পর তারিখ পরিবর্তন কিংবা বাতিল করা হলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হবে। প্রত্যাশী সংস্থার কোন ধরনের আপত্তি এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।
১২। রেয়াতি ভাড়া অথবা বিনা ভাড়ায় সেমিনার কক্ষ ব্যবহারের অনুমতিদানের ক্ষমতা কেবলমাত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সুপারিশ চাওয়া যেতে পারে।

(মোঃ আবদুল কাইয়ুম)
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বুকস্টল ও চত্বর ব্যবহারের নীতিমালা ঃ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর দেশে মেধা সম্পদ উন্নয়ন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এ জন্য গণগ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর চত্বরে মূল ভবনের সম্মুখে বিদ্যমান অব্যবহৃত সাইকেল স্ট্যান্ডটিকে লাইব্রেরির কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখে বইমেলা আয়োজনের জন্য ৯'-০"X ৯'-৬" মাপের ০৬ (ছয়)টি বুকস্টলে রূপান্তর করা হয়েছে। উক্ত বুকস্টল এবং বিদ্যমান সংখ্যার অধিক বুকস্টল আয়োজন হলে আয়োজকগণের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খোলা চত্বরে নির্মিতব্য ৮'-০" X ৮'-০" মাপের অস্থায়ী স্টল কেবলমাত্র নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে ঃ

(ক) শিক্ষা, পুস্তক প্রকাশনা, পুস্তক প্রদর্শনী, গ্রন্থ কিংবা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম;
(খ) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মরণে প্রদর্শনী ও বইমেলার আয়োজন;
(গ) জাতীয় দিবসসমূহ ও বিশেষ দিবস উপলক্ষে বইমেলা/প্রদর্শনী আয়োজন।

বুকস্টল ও চত্বর ব্যবহার সংক্রান্ত পালনীয় শর্তাদি ঃ

০১. প্রতিদিন বুকস্টল খোলা রাখার সময়সীমা হবে সকাল ৯:৩০ মি. হতে রাত ৮:৩০ মি. পর্যন্ত;

০২. প্রতিটি নির্মিত বুকস্টলের দৈনিক ভাড়ার হার ২০০/- (দুইশত) টাকা+ভ্যাট এবং খোলা চত্বরে বুকস্টলের দৈনিক ভাড়া হবে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা+ভ্যাট।

০৩. বিদ্যুৎ খরচের বিল আয়োজককারী সংস্থা পরিশোধ করবে। মেলার বিদ্যুৎ খরচ রিডিং করার জন্য স্থাপিত সাবমিটার দেখে কর্তৃপক্ষ (গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর) বিদ্যুৎ বিল নির্ধারণ করে দেবে। মেলা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে আয়োজককারী সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ (গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর) মেলার সময় আরও ১৫ (পনের) দিন বৃদ্ধি করতে পারবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী বর্ধিত সময়ে প্রতিদিনের বুকস্টলের ভাড়ার হার হবে ৪০০/- (চারশত) টাকা+ভ্যাট এবং খোলা চত্বরের প্রতিটি বুকস্টলের ভাড়ার হার হবে ৩০০/- (তিনশত) টাকা+ভ্যাট;

০৪. রেয়াতি হারে কিংবা বিনা ভাড়ায় বুকস্টল ও চত্বর ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যাবে না;

০৫. স্টল এবং চত্বর ভাড়া প্রদানে জামানত হবে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা যা ফেরতযোগ্য;

০৬. বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না অথবা কর্তৃপক্ষ বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবে না;

০৭. নীতিমালার বাহিরে অন্য কোন কাজের জন্য বুকস্টল ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারকারী নীতিমালার পরিপন্থী কোন কাজে স্টল ব্যবহার করলে তাৎক্ষণিকভাবে বরাদ্দপত্র বাতিল এবং জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে;

০৮. আবেদনে উল্লিখিত সময়ের ০২ (দুই) মাস পূর্বে কোন বুকিং গ্রহণ করা হবে না;

০৯. আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বুকস্টল খালি থাকা এবং নীতিমালার অপরাপর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে;

১০. বুকস্টল বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে নিজ দায়িত্বে বই/মালামাল রাখতে হবে। নিরাপত্তার বিষয়ে কোনভাবে কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যাবে না। স্টল ও আঙ্গিনা নিজ দায়িত্বে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

১১. বুকস্টল ব্যবহারকালীন সময়ে বুকস্টলের কোন ক্ষতি সাধিত হলে ভাড়া গ্রহীতা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

১২. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কিংবা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোন অনুষ্ঠান/কার্যক্রম থাকলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ বাতিল করা হবে;

১৩. বুকস্টল বরাদ্দ প্রদান এবং বরাদ্দ বাতিলের ক্ষেত্রে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

(আক্‌তারী মমতাজ)
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির "শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন" ব্যবহারের নীতিমালা

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগার সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম এবং শিক্ষামূলক সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গণগ্রন্থাগার ক্যাম্পাসে ১৯৮৪ সালে মিলনায়তনটি তৈরী করা হয়। এটি বর্তমানে "শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন" নামে পরিচিত। কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি নয় বিধায় এবং গ্রন্থাগারের সামগ্রিক শিক্ষামূলক ও পাঠ পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার স্বার্থে মিলনায়তনটির ব্যবহার কিছু শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ঃ

(ক) শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানাদির জন্য ।

(খ) গ্রন্থ বা শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর প্রকাশনা উৎসবের জন্য ।

(গ) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য

(ঘ) গ্রন্থ, গ্রন্থাগার বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসপ, মহৎ ও স্মরণীয় ব্যক্তির স্মরণে আলোচনা, বিশেষ স্মরণীয় বা তাৎপর্যপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা, নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষ অনুষ্ঠান, প্রামান্য-চলচ্চিত্র (Documentary Film), সৃজনশীল চলচ্চিত্র (Art Film) প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য।

শর্তাদি

১. বেসরকারী উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে কোন বিদেশী শিল্পীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকলে মিলনায়তন ভাড়া নেয়ার পূর্বে এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকতে হবে।

২. কোন রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিতর্কমূলক অনুষ্ঠানাদির জন্য মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া হবে না।

৩. কোনরূপ ব্যান্ডশো জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া হবে না। এছাড়াও মিলনায়তনে পরিবেশিত অনুষ্ঠানে কোন ধরনের অশালীন, উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এমন অন্য কোন সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় বা ধারা বর্ণনা করা যাবে না।

৪. আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রির জন্য গ্রন্থাগার চত্বরে কোনরূপ কাউন্টার খোলা বা কোনভাবে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে না ।

৫. নাটক, যাত্রা বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর জন্য মিলনায়তন বরাদ্দের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র / অনুমতিপত্র থাকতে হবে।

৬. মিলনায়তন ভাড়ার হার নিম্নরূপ ঃ

পূর্নদিবসের (সকাল ৯.০০ টা থেকে রাত ৯.০০টা) জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং অর্ধদিবসের (সকাল ৮.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা অথবা বিকাল ৩.০০ টা থেকে রাত ৯.০০টা) জন্য ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা। এছাড়া সরকারী নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ও অন্যান্য চার্জ ভাড়া গ্রহীতাকে বহন করতে হবে।

৭. নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় মিলনায়তন ব্যবহার করলে প্রতি ঘন্টার জন্য ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হবে। উক্ত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা না হলে জামানতের অর্থ হতে কর্তন করা হবে।

৮. মিলনায়তন বরাদ্দ পাওয়ার জন্য গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ বরাবরে বিভিন্ন শর্ত সম্বলিত অত্র অধিদপ্তরের নির্ধারিত ফরমে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর-এর নামে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা যে কোন তফসিলি ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট / পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে জামানত (ফেরতযোগ্য) হিসেবে জমা দিতে হবে। জামানতসহ লিখিত আবেদন ছাড়া মিলনায়তনের কোন বুকিং গ্রহণ করা হবে না । এক বছরের পুরাতন ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার সংযুক্ত আবেদন বৈধ বলে বিবেচিত হবে না ।

৯. আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মিলনায়তন খালি থাকা এবং নীতিমালার অপরাপর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ছকে বরাদ্দপত্র জারী করা হবে।

১০. অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে বা বিশেষ ক্ষেত্রে বরাদ্দপত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ভাড়া এবং ভ্যাটের অর্থ পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট-এর মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ারের নিকট জমা দিতে হবে. অন্যথায় বরাদ্দপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে মিলনায়তন বুকিং এর সময় জামানত বাবদ ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার এর মাধ্যমে প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

১১. মিলনায়তন ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন করা যেতে পারে। তারিখ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ১০% হারে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হবে। এভাবে কেবলমাত্র ১ (এক) বার অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন করা যাবে। ভাড়ার অর্থ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ক্যাশ শাখায় জমা থাকবে এবং অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) কার্য ঘন্টার মধ্যে ভাড়ার অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

১২. কোন কারণে ভাড়া গ্রহীতা (বরাদ্দপ্রাপ্ত) কর্তৃক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হলে ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা পূর্বে বাতিলের ক্ষেত্রে ভাড়ার জন্য জমাকৃত অর্থের ২০%, ৪৮ ঘন্টা পূর্বে বাতিলের ক্ষেত্রে ৫০% এবং ২৪ ঘন্টা পূর্বে অনুষ্ঠান বাতিলের ক্ষেত্রে ৭৫% কর্তন করা হবে এবং অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত তারিখ ও সময় অতিক্রান্ত হলে যথা নিয়মে ভাড়ার সম্পূর্ণ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হবে।

১৩. মিলনায়তন ব্যবহারকালীন সময়ে মিলনায়তনের কোন ক্ষতিসাধিত হলে ভাড়া গ্রহীতা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি না হলে জামানতের অর্থ অনুষ্ঠানের পর যে কোন কার্যদিবসে দরখাস্তের মাধ্যমে ফেরত নেয়া যাবে।

১৪. মিলনায়তন বলতে শুধুমাত্র মিলনায়তনটিকেই বুঝাবে, কোন অবস্থাতেই মিলনায়তনের বাহিরে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে কোনরূপ প্যান্ডেল বা ছাউনি তৈরী, রান্না বা খাওয়ার ব্যবস্থা, মাইক ব্যবহার ইত্যাদি করা যাবে না।

১৫. অনুষ্ঠান চলাকালে মিলনায়তন বা তার আশে পাশে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের।

১৬. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হবে না।

১৭. বাহির থেকে কোন ধরণের শব্দযন্ত্র ও আলোকসজ্জা ব্যবহার করা যাবে না।

১৮. মিলনায়তনে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার অতিরিক্ত কোন সুযোগ সুবিধা দাবী করা যাবে না।

১৯. কেবলমাত্র গ্রন্থ, গ্রন্থাগার, গ্রন্থ প্রকাশনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোন সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, মহৎ স্মরণীয় ব্যক্তির স্মরণে আলোচনা, বিশেষ স্মরণীয় বা তাৎপর্যপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা, সৃজনশীল নাটক, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশীয় ঐতিহ্যভিত্তিক সংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, প্রামান্য চলচ্চিত্র (Documentary Film) এবং সৃজনশীল চলচ্চিত্র (Art Film) প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় ভাড়া সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত হ্রাস করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর রেয়াত/হ্রাসকৃত ভাড়া কার্যকর করবেন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখবেন। তবে বানিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত কোন সেমিনার, ওয়ার্কশপ কিংবা অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য এই রেয়াত/হ্রাসকৃত ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

২০. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বা সরকারী কোন অনুষ্ঠান থাকলে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া হবে না। কোন প্রতিষ্ঠানকে পূর্বে বরাদ্দ দেয়া হলেও তা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে পূর্বে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কোন আপত্তি কিংবা ক্ষতিপূরণ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

২১. বিশেষ ক্ষেত্রে মিলনায়তনের ভাড়া মওকুফ করার ক্ষমতা একমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করেন

২২. বিশেষ ক্ষেত্রে মিলনায়তনের ভাড়া মওকুফ করা হলেও সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ পূর্ণদিবসের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং অর্ধদিবসের জন্য ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা যে কোন তফসিলি ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ বাবদ পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বরাবরে প্রদান করতে হবে।

২৩. বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, প্রকাশক, Debating club, etc. এবং আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভাড়া ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা ও সরকারী নিয়মানুযায়ী ভ্যাট-এর টাকা আলাদা আলাদাভাবে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ারের নিকট জমা দিতে হবে।

২৪. শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৪ (চার) মাস পূর্বে এবং জাতীয় বা স্থানীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২ (দুই) মাস পূর্বে মিলনায়তন বুকিং দেয়া যাবে।

২৫. মিলনায়তন বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থার এখতিয়ার বহির্ভূত কোন দৈব দুর্বিপাক, রাজনৈতিক বা সামাজিক অচলাবস্থা ইত্যাদি অনিবার্য কারণে নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে কোন খেসারত/জরিমানা দিতে হবে না

২৬. কোন ভাড়া গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এ নীতিমালার শর্তাদির ব্যতিক্রম কোন ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে কিংবা শর্তাদির পরিপন্থি কোন কাজ করলে কর্তৃপক্ষ জামানত বাজেয়াপ্তসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২৭. অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর সরকারী বিধি মোতাবেক ভাড়া/জরিমানা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

২৮. মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া কিংবা না দেয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন প্রয়োজন হলে বরাদ্দ দেয়ার পরও কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় মিলনায়তন ভাড়ার অনুমতি বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সে ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহীতা কোন আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না

খ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের "নীচতলা করিডোর কক্ষ" ব্যবহারের নীতিমালা।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নীচতলা করিডোর কক্ষ বলতে কক্ষের কেবলমাত্র ভিতরের নির্ধারিত অংশকেই বুঝাবে। কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট নয় বিধায় এবং গ্রন্থাগারের সামগ্রিক শিক্ষামূলক ও পাঠ পরিবেশ যথাযথ বজায় রাখার স্বার্থে কিছু শর্ত সাপেক্ষে করিডোর কক্ষটি ব্যবহার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেঃ

ক। শিক্ষা, পুস্তক প্রকাশনা, পুস্তক প্রদর্শনী, গ্রন্থ কিংবা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানাদি ।

শর্তাদিঃ

১। গ্রন্থাগারের পাঠ পরিবেশ সুন্দর রাখার স্বার্থে কোন শব্দযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।

২। ৩ মাস পূর্বের কোন বুকিং গ্রহণ করা হবে না।

৩। করিডোর কক্ষের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা ব্যতীত অতিরিক্ত কোন সুবিধা দাবি করা যাবে না।

৪। এ অধিদপ্তরের নিজস্ব কিংবা সরকারি কোন অনুষ্ঠান থাকলে সেক্ষেত্রে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে করিডোর কক্ষ বরাদ্দ দেয়া যাবে না। সরকারি অনুষ্ঠান আয়োজনের শর্তে কোন প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হলেও তা বাতিল করা যাবে। বরাদ্দপত্র প্রদান বা বাতিল করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে। সে ক্ষেত্রে ভাড়াগ্রহীতা কোন আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না

৫। কোন রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিতর্ক সৃষ্টিকারী বইপত্র করিডোর কক্ষে আনা যাবে না।

৭। করিডোর কক্ষটি কোন বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট নয় বিধায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে করিডোর কক্ষ বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

৮। করিডোর কক্ষের সার্ভিস চার্জ নিম্নরূপ (ভ্যাট বাদে)ঃ — **সার্ভিস চার্জ**

ক)	পূর্ণ দিবসের জন্য (সকাল ০৯.৩০ টা হতে রাত ৭.৩০ টা পর্যন্ত)-	৫০০/- টাকা
খ)	অর্ধ দিবসের জন্য (সকাল ০৯.৩০ টা হতে দুপুর ২.৩০ টা অথবা বিকাল ২.৩০ টা হতে রাত ৭.৩০টা পর্যন্ত)	৩০০/- টাকা

৯। এছাড়া সরকারি নিয়মানুযায়ী ভাড়ার ১৫% ভ্যাট আলাদা পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

১০। করিডোর কক্ষ বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য অত্র অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবরে আবেদন করতে হবে এবং করিডোর কক্ষের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর বরাবর পে-অর্ডার/ডিডি আকারে জামানত হিসেবে আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে। অন্যথায় কোন বুকিং বা আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। অনুষ্ঠানের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না হলে পরবর্তীতে জামানত ফেরত দেয়া হবে। অনুষ্ঠানের পূর্বে ভাড়া গ্রহণের পাকা রশিদ ভাড়া গ্রহীতাকে সংগ্রহ করতে হবে এবং করিডোর কক্ষ ব্যবহারের সময় পাকা রশিদ প্রদর্শনপূর্বক ভাড়াগ্রহীতাকে করিডোর কক্ষ ব্যবহারের জন্য খুলে দেয়া হবে।

১১। প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক করিডোর কক্ষের জন্য আবেদন করার পর তারিখ পরিবর্তন কিংবা অনুষ্ঠান বাতিল করতে হলে সেই ক্ষেত্রে তাদের জামানত হিসাবে জমাকৃত ২৫% অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দ প্রদানের পর তারিখ পরিবর্তন কিংবা বাতিল করা হলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে। প্রত্যাশী সংস্থার কোন ধরনের আপত্তি এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১২। শুধুমাত্র পুস্তক প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে ৫০% রেয়াতী ভাড়া প্রদানের ক্ষমতা পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংরক্ষণ করেন;

১৩। উল্লিখিত কক্ষটি খালি আছে কিনা এ দপ্তর থেকে জেনে আবেদন করতে হবে।

১৪। নির্ধারিত বিদ্যুৎ সংযোগের বাইরে অতিরিক্ত কোন আলোকসজ্জা করা যাবে না।

১৫। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রতিদিনের সার্ভিস চার্জ ১০০/- (একশত) টাকা এবং ১৫% ভ্যাট প্রদেয়।

স্বাক্ষরিত
[illegible]/৩/০৮

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[illegible] তারিখ : ৭/৩/২০০৮ ।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

(আবদুল হান্নান)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭২১১৬ ।

পরিচালক
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
শাহবাগ, ঢাকা।